ইউনিট ৬: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ভূমিকা

বাংলাদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে কারিগরি শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র ধারা। এদেশের প্রচলিত শিক্ষা ধারা অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার উপ-ব্যবস্থা ও মাদ্রাসা শিক্ষার উপ-ব্যবস্থা এর পাশাপাশি ১৯৯৫ সাল থেকে এই কারিগরি শিক্ষা উপ-ব্যবস্থা চালু করা হয়। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কারিগরি শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এই কারিগরি বোর্ডের অধীনে সাধারণ ও ভোকেশনাল শিক্ষার সমন্বয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারসমূহে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৬ সাল থেকে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন করা হয় যা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি-র সমমান হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের এই জনবহুল দেশের মাধ্যমিক স্তরে অধ্যয়নরত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর প্রান্তিক শিক্ষা হল মাধ্যমিক শিক্ষা। তাদেরকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (ভোকেশনাল) শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টি তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই এই কোর্সের মূল লক্ষ্য।

বর্তমান ইউনিটে আমরা বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, এ শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ এবং চলমান মূল কার্যক্রমসমূহের বিষয়ে আলোচনা করব। একই সঙ্গে এ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়েও আলোকপাত করব।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৬.১: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা

পাঠ ৬.২: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন

পাঠ ৬.৩: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল প্রোগ্রামসমূহ

পাঠ ৬.৪: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ

পাঠ ৬. ১: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং শিক্ষার্থী সংখ্যা

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যামূলক চিত্র চার্ট আকারে দেখাতে পারবেন।

বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০১৫ অনুযায়ী (ব্যানবেইস, ২০১৬) সর্বমোট ১৫ ধরণের প্রতিষ্ঠান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করছে। এগুলো হচ্ছে:

১. পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট;
২. টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ;
৩. গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট;
৪. গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট;
৫. সার্ভে ইনস্টিটিউট;
৬. টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার;
৭. টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট;
৮. টেক্সটাইল ভোকেশনাল;
৯. এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট;
১০. মেরিন টেকনোলজি;
১১. এসএসসি ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র);
১২. এইচএসসি ভোকেশনাল/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (স্বতন্ত্র);
১৩. মেডিক্যাল টেকনোলজি;
১৪. এসএসসি ভোকেশনাল (সংযুক্ত);
১৫. এইচএসসি ভোকেশনাল/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (সংযুক্ত)।

এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৪৭টি, ২০০৩ সালে ২৩১৪টি এবং ২০১৫ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,৭৯০টি। এই ৫,৭৯০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৬% এসএসসি ভোকেশনাল, ৩১% এইচএসসি ভোকেশনাল, ৭% পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৩% টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, ৬% মেডিকেল টেকনোলজি এবং বাকি ৭% হচ্ছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান (৯৬%) বেসরকারি ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং মাত্র ৪% প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সরকারি। বিদ্যমান ৫,৭৯০টি প্রতিষ্ঠানের বিভাগওয়ারি অবস্থান নিম্নে দেয়া হল (ব্যানবেইস, ২০১৫):

বিভাগ	প্রতিষ্ঠানের আনুপাতিক হার
ঢাকা	২৬%
রাজশাহী	২৪%
রংপুর	১৭%
খুলনা	১৫%
চট্টগ্রাম	৮%
বরিশাল	৮%
সিলেট	২%

প্রতষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার্থী সংখ্যাও আনুপাতিক হারে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার্থী সংখ্যা যেখানে ১৯৯৫ সালে ছিল ৩৯,৬৫০ জন সেখানে ২০০৩ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা হয় ৪৫,৯৬৫ জন এবং ২০১৫ সালে ৫,৭৯০টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৮,৭২,৬৫৮ জন যার মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা হচ্ছে ২,০৮,৮৭৪ (২৩.৯৪%)। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে ১৫১ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট শিক্ষক সংখ্যা হচ্ছে ৩০,৯০৩ জন যার মধ্যে ৬,২৪৪ জন (২০%) নারী শিক্ষক। সব ধরণের প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হচ্ছে ১:২৮ যার মধ্যে গ্লাস এন্ড সিরামিক ইনস্টিটিউটে এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি (১:৬৭) এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে সবচেয়ে কম (১:১৬)।

বাংলাদেশে বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরণ, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা নিম্নে দেয়া হল (ব্যানবেইস, ২০১৫):

ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থী সংখ্যা		
		মোট	মহিলা	মহিলা শিক্ষকের হার (%)	মোট	মেয়ে	মেয়ে শিক্ষার্থীর হার (%)
সরকারি	২৫২	৪৯৫৭	৬৮৭	১৪	১৭৮০৮৫	২৯৬৭৪	১৭
বেসরকারি	৫৫৩৮	২৫৯৪৬	৫৫৫৭	২১	৬৯৪৫৭৩	১৭৯২০০	২৬
মোট	**৫৭৯০**	**৩০৯০৯**	**৬২৪৪**	**২০**	**৮৭২৬৫৮**	**২০৮৮৭৪**	**২৪**

বাংলাদেশে বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরণ, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সংখ্যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধরণভিত্তিক দেয়া হল (ব্যানবেইস, ২০১৫):

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থী সংখ্যা		
			মোট	মহিলা	মহিলা শিক্ষকের হার (%)	মোট	মেয়ে	মেয়ে শিক্ষার্থীর হার (%)
পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট	সরকারি	৪৬	১৪৮৭	১৭৪	১১.৭০	৯০৫১৪	১১২৩৯	১২.৪২
	বেসরকারি	৩৮৭	৪২৭০	৭৬৮	১৭.৯৯	১১১১৯০	১৭৫৫৩	১৫.৭৯
	মোট	৪৩৩	৫৭৫৭	৯৪২	১৬.৩৬	২০১৭০৪	২৮৭৯২	১৪.২৭
টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ	সরকারি	৬৪	১১৪২	১২৬	১১.০৩	৩৬৪২০	৪৯১০	১৩.৪৮
	বেসরকারি	১০৮	১১৬৮	২৯৫	২৫.২৬	২৮৫১৪	৮৮৪৬	৩১.০২
	মোট	১৭২	২৩১০	৪২১	১৮.২৩	৬৪৯৩৪	১৩৭৫৬	২১.১৮
গ্লাস এন্ড সিরামিক	সরকারি	১	১৩	৩	২৩.০৮	১০৪৮	৫৫	৫.২৫

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	ব্যবস্থাপনা	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা			শিক্ষার্থী সংখ্যা		
			মোট	মহিলা	মহিলা শিক্ষকের হার (%)	মোট	মেয়ে	মেয়ে শিক্ষার্থীর হার (%)
ইনস্টিটিউট	বেসরকারি	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	১	১৩	৩	২৩.০৮	১০৪৮	৫৫	৫.২৫
গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট	সরকারি	১	১৭	৩	১৭.৬৫	৬৯৫	৫২	৭.৪৮
	বেসরকারি	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	১	১৭	৩	১৭.৬৫	৬৯৫	৫২	৭.৪৮
সার্ভে ইনস্টিটিউট	সরকারি	২	৩৬	৬	১৬.৬৭	৮২৮	৩৩	৩.৯৯
	বেসরকারি	২	২২	২	৯.০৯	৪২৫	৩৬	৮.৪৭
	মোট	৪	৫৮	৮	১৩.৭৯	১২৫৩	৬৯	৫.৫১
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার	সরকারি	৩৮	১১২৬	১৮৩	১৬.২৫	২১১১৮	৭০৫৮	৩৩.৪২
	বেসরকারি	৯৬	১৭৮	৩৬	২০.২২	১২৭৬১	৪৯০৭	৩৮.৪৫
	মোট	১৩৪	১৩০৪	২১৯	১৬.৭৯	৩৩৮৭৯	১১৯৬৫	৩৫.৩২
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	সরকারি	১০	১৮৮	২৭	১৪.৩৬	৩৫৮৮	২৮৫	৭.৯৪
	বেসরকারি	২৩	৩৩৫	৬৩	১৮.৮১	৬৫৪৬	৫০৬	৭.৭৩
	মোট	৩৩	৫২৩	৯০	১৭.২১	১০১৩৪	৭৯১	৭.৮১
টেক্সটাইল ভোকেশনাল	সরকারি	৪০	২৬৬	৪৭	১৭.৬৭	৪২৫০	১০৭৯	২৫.৩৯
	বেসরকারি	১০	৮০	১৮	২২.৫০	১২৭৪	২৩৮	১৮.৬৮
	মোট	৫০	৩৪৬	৬৫	১৮.৭৯	৫৫২৪	১৩১৭	২৩.৮৪
এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	সরকারি	১৩	১৪৬	৩৫	২৩.৯৭	১১৩৭০	৩৪২৮	৩০.১৫
	বেসরকারি	১৭০	৮১৬	১৫৬	১৯.১২	১৮৭২৬	৩০৩৬	১৬.২১
	মোট	১৮৩	৯৬২	১৯১	১৯.৮৫	৩০০৯৬	৬৪৬৪	২১.৪৮
মেরিন টেকনোলজি	সরকারি	১	৫২	৫	৯.৬২	৯১৬	১০৬	১১.৫৭
	বেসরকারি	-	-	-	-	-	-	-
	মোট	১	৫২	৫	৯.৬২	৯১৬	১০৬	১১.৫৭
এসএসসি ভোকেশনাল (স্বতন্ত্র)	সরকারি	১১	২৬৮	৩৭	১৩.৮১	২৯৬৫	৪৯৮	১৬.৮০
	বেসরকারি	১৫৮	১৭১০	৩৬২	২১.১৭	২১৪৬৮	৬২৮৬	২৯.২৮
	মোট	১৬৯	১৯৭৮	৩৯৯	২০.১৭	২৪৪৩৩	৬৭৮৪	২৭.৭৭
এইচএসসি ভোকেশনাল/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (স্বতন্ত্র)	সরকারি	১০	১৪৫	২৭	১৮.৬২	৩১১৮	১৬৭	৫.৩৬
	বেসরকারি	৬৬৫	৫৮১৮	১২৫৫	২১.৫৭	১৩১১৪৮	৪১১৪৭	৩১.৩৭
	মোট	৬৭৫	৫৯৬৩	১২৮২	২১.৫০	১৩৪২৬৬	৪১৩১৪	৩০.৭৭
মেডিক্যাল টেকনোলজি	সরকারি	-	-	-	-	-	-	-
	বেসরকারি	৩৫৬	৯৮৫	১৫৮	১৬.০৪	২৪৭৩২	৭৮১৫	৩১.৬০
	মোট	৩৫৬	৯৮৫	১৫৮	১৬.০৪	২৪৭৩২	৭৮১৫	৩১.৬০
এসএসসি ভোকেশনাল (সংযুক্ত)	সরকারি	-	-	-	-	-	-	-
	বেসরকারি	২৪৮৭	৫৭১২	১৩২২	২৩.১৪	১৯৯৬৫০	৫০৪১৬	২৫.২৫
	মোট	২৪৮৭	৫৭১২	১৩২২	২৩.১৪	১৯৯৬৫০	৫০৪১৬	২৫.২৫
এইচএসসি ভোকেশনাল/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (সংযুক্ত)	সরকারি	১৫	৭১	১৪	১৯.৭২	১২৫৫	৭৬৪	৬০.৮৮
	বেসরকারি	১০৭৬	৪৮৫২	১১২২	২৩.১২	১৩৮১৩৯	৩৮৪১৪	২৭.৮১
	মোট	১০৯১	৪৯২৩	১১৩৬	২৩.০৮	১৩৯৩৯৪	৩৯১৭৮	২৮.১১

তাছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০-এর আলোকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগের ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উর্ত্তীণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

৩. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূলধারা পড়বে না তারা ছয় মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান- ১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিল্প কারখানা এবং উপজেলা-জেলা পর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট বা বে-সরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া ১, ২ ও ৩ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যানবেইসের রিপোর্ট অনুসারে ২০১৫ সাল নাগাদ বংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কতটি ছিল?
   ক. ৫৭৮০
   খ. ৫৭৯০
   গ. ৬৭৮০
   ঘ. ৬৭৯০

২. বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগসমূহের মধ্যে কোনটিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সর্বনিম্ন?
   ক. খুলনা
   খ. চট্টগ্রাম
   গ. বরিশাল
   ঘ. সিলেট

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে কত জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে?
   ক. ১৪৯ জন
   খ. ১৫০ জন
   গ. ১৫১ জন
   ঘ. ১৫২ জন

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩, গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কত এবং কোন প্রতিষ্ঠানে এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি ও কোন প্রতিষ্ঠনে সবচেয়ে কম?

২. বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কতটি সরকারি এবং কতটি বেসরকারি?

৩. বিদ্যমান সর্বমোট কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুপাতিক হার কত?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ শিক্ষা পরিসংখ্যান-২০১৫ অনুযায়ী সর্বমোট যে ১৫ ধরণের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলো কী কী?

২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যে কোন ৫ ধরণের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ধরণ (সরকারি, বেসরকারি) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান সংখ্যা এবং মোট শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা চার্ট আকারে উপস্থাপন করুন।

পাঠ ৬.২: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অর্থায়ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কর্মকান্ড সুষ্ঠু পরিচালনা ও বাস্তবায়নে উপযুক্ত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সম্পদকে সঠিক পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে লক্ষ্য অর্জন করাকেই ব্যবস্থাপনা বলা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিমানগত ও গুণগত মান উন্নীত করা। তাই সরকার সকল ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত কার্যকরকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের প্রচলিত সকল শিক্ষা ব্যবস্থার অভিভাবক সংস্থা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ নবগঠিত কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

গত শতকের মাঝামাঝি বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত কম ছিল। আর যেটুকু ছিল সেটুকুও ছিল অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তখন এদেশে কারিগরি শিক্ষায় (১) আহছানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; (২) ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট; (৩) টেক্সটাইল টেকনোলজি ইনস্টিটিউট; (৪) লেদার টেকনোলজি ইনস্টিটিউট এবং (৫) সিরামিক ইনস্টিটিউট এগুলোর সবই ঢাকায় অবস্থিত ছিল। এছাড়া দেশের অন্যন্য স্থানে কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল, কারিগরি ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, আমীনশীপ, নির্মান কাজ তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ইত্যাদি চালু ছিল যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কম দক্ষতাসম্পন্ন কারিগর গড়ে উঠত। ১৯৬০ সালে দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগঠন, প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ এবং এ শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপিত হয়। স্থাপিত হবার পর থেকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিকাশ ও অগ্রগতি সাধিত হয়। গত অর্ধশতকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশাসনের বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে। অধিদপ্তরের মূল কাজ ৪টি যথা- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপন, উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা, একাডেমিক কার্যক্রমের তদারকিকরণ এবং কারিগরি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা। অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ১১৮টি। প্রথম ও দ্বিতীয় শিফট মিলে প্রতি বছর প্রায় ৯৯,১০৮ জন শিক্ষার্থী এখানে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। তিনটি স্তরে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় যথা– সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি পর্যায়। সার্টিফিকেট পর্যায়ে রয়েছে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ এবং ১টি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ডিপ্লোমা পর্যায়ে ৪৯টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং ডিগ্রি পর্যায়ে ১টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। নিম্নে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও বিস্তারিত কার্যাবলি দেয়া হল:

ভিশন (রূপকল্প)

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যুগোপযোগিকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

মিশন (অভিলক্ষ্য)

মানসম্পন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আদর্শমান নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।

কার্যাবলি

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সার্বিক গুনগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা।
২. চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করা।
৩. শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটানো।
৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন করা।
৫. অর্থনীতির পরিমান ও বিদ্যমান দক্ষতার নিরিখে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডের জন্য নিয়মিত পরিবীক্ষন, মূল্যায়ন ও ক্রমাবর্তন পদ্ধতি প্রবর্তন করা।
৬. স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন করা।
৭. শিক্ষকদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা।
৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক-কর্মচারিদের চাহিদাকেন্দ্রিক সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।
৯. জেন্ডার সমতা বিধানকল্পে কারিগরি শিক্ষায় মহিলাদের উৎসাহিত করতে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন, মহিলা কোটা বৃদ্ধি, মহিলাবান্ধব টেকনোলজি প্রবর্তন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।
১০. চাকুরির বাজারের চাহিদা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গবেষণা এবং সমীক্ষা পরিচালনা করা।
১১. দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সরকারের শীর্ষ সংস্থা হিসেবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে (UNIVOC, UNESCO, CPSC, IDB, KOICA, JAIKA, EC, ILO ইত্যাদি) সমন্বিত যোগাযোগ (Networking) ও প্রতিনিধিত্বকরণ।
১২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুগোপযোগি ইমার্জিং টেকনোলজি প্রবর্তন করা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অর্থায়ন প্রক্রিয়া

সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেও সরকার অর্থায়ন করে থাকে। সরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া হল:

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে (অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে) প্রেরণ করে। প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবিত বাজেট মূলত বিভিন্ন খাতভিত্তিক হয়ে থাকে।
২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত বাজেটসমূহের ভিত্তিতে অধিদপ্তর সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি সমন্বিত বাজেট তৈরি করে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে।

৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত বাজেট প্রস্তাবের একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে অগ্রায়ণ করে।
৪. অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারের সামগ্রিক বাজেটের মধ্যে উক্ত বাজেটকেও অন্তর্ভুক্ত করে তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করে এবং সংসদের বাজেট অধিবেশনেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট বরাদ্দ চূড়ান্ত হয়।

বাজেট প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে মূলত যে জিনিসটা দেখা হয় তা হচ্ছে কোন কোন খাতে মূলত বাজেট বরাদ্দ হওয়া উচিত। সর্বপ্রথমেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান বিবেচনা করা হয়। অন্যন্য মূল খাতের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়, মেরামত, পুন:স্থাপন ইত্যাদি। বিগত বছরের বাজেটকে বিবেচনায় নিয়ে তার আলোকে মূলত নতুন বাজেট প্রণয়ন করা হয় যে পূর্বের তুলনায় কোন কোন খাতে কত বরাদ্দ দিতে হবে। কোন খাতকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে বা পূর্বের তুলনায় কোন খাতকে তুলনামূলক কম গুরুত্ব দিলেও চলবে এ বিষয়গুলোও বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতিকেও বিবেচনায় নেয়া হয় যা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা এবং উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন করে যখন পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয় তখন নিম্নোক্ত ৩টি সম্ভাব্য ব্যাপারের যে কোন একটি ঘটতে পারে যার উপর ভিত্তি করে বাজেট চূড়ান্তকরণের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

- কর্তৃপক্ষ বাজেট প্রস্তাবের সাথে একমত হয়।
- কর্তৃপক্ষ স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী বাজেট প্রস্তাব কাটছাঁট করেন।
- বাজেট প্রণয়নের সাথে যুক্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ আলোচনার ভিত্তিতে বাজেট প্রস্তাবন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন করে পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করে।

সর্বশেষ পর্যায়ে এই বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত এবং চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে প্রতিষ্ঠান পর্যায় পর্যন্ত বিতরণ করা হয়। সমগ্র বাজেট বরাদ্দ অর্থবছরের শুরুতেই একসাথে ছাড় করা হয় যাতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ পেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বরাদ্দ সে পর্যন্তই দেয়া সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট খাতের নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ অবশিষ্ট থাকে কারণ বাজেট প্রণয়ন করা হয় খাতভিত্তিক। নির্দিষ্ট খাতে বরাদ্দ শেষ হয়ে গেলে কোনভাবেই নতুন করে অন্য খাত থেকে ঐ খাতে আর অর্থ বরাদ্দের সুযোগ নেই। যদি কোন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের কিছু অংশ অব্যয়িত থাকে তাহলে তা অধিদপ্তর বা মন্ত্রণালয়ে ফেরত দিতে হয়। ফলে অনেক সময় প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ উপকরণ জরুরি প্রয়োজন হলেও নির্দিষ্ট খাতে অর্থ না থাকায় কেনা সম্ভব হয়না অথচ অন্য খাতের অব্যয়িত অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত দিতে হয়। এমনকি এক অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকলেও তা পরবর্তী অর্থবছরে স্থানান্তরের কোন সুযোগ নেই। যে ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে থাকে তা হচ্ছে কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অর্থবছরের পূর্বেই শেষ করে ফেলে কিন্তু কোন কোন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দকৃত অর্থটুকুও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কার্যকরভাবে খরচ করতে সক্ষম হয়না এক খাতের অর্থ অন্য খাতে স্থানান্তরের সুযোগ থাকলে জরুরি প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হত। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্ত অর্থ কার্যকরভাবে খরচের ক্ষেত্রে মূলত তিন ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। যথা:

- বাজেটে বিভিন্ন খাতভিত্তিক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত অর্থের পরিমান অপর্যাপ্ত।
- খাতভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করার কারণে প্রয়োজন সাপেক্ষে এক খাত থেকে অন্য খাতে অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ নেই।
- বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কার্যকরভাবে খরচ করতে প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতার অভাব।

বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে খরচ বা বিতরণ করা হয়েছে কিনা তা পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষকগণ এটা দেখার চেষ্টা করেন যে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহ কেনাকাটার ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়নীতি এবং অন্যান্য নিয়মাবলি অনুসরণ করেছে কিনা? একই সঙ্গে দেখা হয় যে, যথাযথভাবে খাতভিত্তিক অর্থ বিতরণ করা হয়েছে কিনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কোন সালে স্থাপিত হয়?
   ক. ১৯৫৫
   খ. ১৯৬০
   গ. ১৯৬৫
   ঘ. ১৯৭০

২. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট কতটি?
   ক. ১১৬টি
   খ. ১১৭টি
   গ. ১১৮টি
   ঘ. ১১৯টি

৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বাজেট বরাদ্দ এবং প্রাপ্ত অর্থ কার্যকরভাবে খরচের ক্ষেত্রে মূলত কয় ধরণের সমস্যা দেখা দেয়?
   ক. তিন ধরনের
   খ. চার ধরনের
   গ. পাঁচ ধরনের
   ঘ. ছয় ধরনের

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন লিখুন।
২. বাজেট প্রস্তাব প্রণয়ন করে যখন পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয় তখন যে ৩টি সম্ভাব্য ব্যাপার ঘটতে পারে সেগুলো কী কী?
৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরীক্ষণের সময় নিরীক্ষকগণ মূলত কোন বিষয়গুলো দেখে থাকেন?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।
২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিন।

পাঠ ৬.৩: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল প্রোগ্রামসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল প্রোগ্রামসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রচলিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল প্রোগ্রামসমূহ প্রাথমিকভাবে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। যথা:

১. মাধ্যমিক পর্যায়

ক. জাতীয় আদর্শ মানের দক্ষতা;
খ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সনদ পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

২. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়

(ক) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি:

- এইচএসসি ভোকেশনাল;
- এইচএসসি ব্যবসা-ব্যবস্থাপনা।

(খ) ডিপ্লোমা ইন কমার্স

এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক সমপর্যায়ে দু'বছর মেয়াদি আরো দুটি কোর্স রয়েছে। যথা:

- সার্টিফিকেট ইন ভোকেশনাল এডুকেশন
- ডিপ্লোমা ইন ভোকেশনাল এডুকেশন

৩. (ক) ডিপ্লোমা প্রকৌশলী পর্যায়:

- আমিনশীপ
- জরিপ চূড়ান্ত
- ডিপ্লোমা জরিপ

(খ) ডিপ্লোমা:

১. কৃষি
২. সিরামিকস
৩. গ্লাস
৪. টেক্সটাইল
৫. প্রিন্টিং

৪. **(ক) উচ্চ শিক্ষা: ১.** ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স চার বছর মেয়াদি:

- প্রকৌশল
- কৃষি
- লেদার
- টেক্সটাইল

২. মাস্টার ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ আরও এক বছর

(খ) উচ্চ শিক্ষা: ১. ডিপ্লোমা প্রকৌশল সনদধারীদের জন্য চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স;
২. ডিপ্লোমা প্রকৌশল সনদধারীদের জন্য আরও রয়েছে শিক্ষা বিষয়ক কোর্স।

- ডিপ্লোমা কারিগরি শিক্ষা কোর্স আরও এক বছর;
- ডিপ্লোমা প্রকৌশলের বিএসসি কারিগরি শিক্ষা বিষয় আরো দুই বছর।
- বিএসসি কারিগরি শিক্ষা ডিগ্রিধারীর জন্য স্নাতকোত্তর কারিগরি শিক্ষা বিষয় আরও এক বছর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত কোর্সসমূহ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদানের জন্য "বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড" নামে একটি বোর্ড রয়েছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ১৯৬৭ সালের এক সংসদীয় এ্যাক্ট অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত যা কারিগরি শিক্ষার একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত যাবতীয় সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠানিক পরীক্ষা গ্রহণ ও সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (বর্তমানে কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের) সংযুক্ত একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত কোর্সসমূহ নিম্নে দেয়া হল:

১.	ডিপ্লোমা টেকনিক্যাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদি
২.	ডিপ্লোমা ভোকেশনাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদি
৩.	সার্টিফিকেট ভোকেশনাল এডুকেশন	১ বছর মেয়াদি
৪.	ডিপ্লোমা টেকনিক্যাল এডুকেশন (উপানুষ্ঠানিক)	১ বছর মেয়াদি
৫.	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং	৩ বছর মেয়াদি
৬.	ডিপ্লোমা প্রিন্টিং	৩ বছর মেয়াদি
৭.	ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (সিরামিক/গ্লাস)	৩ বছর মেয়াদি
৮.	ডিপ্লোমা ফরেস্ট্রি	৩ বছর মেয়াদি
৯.	ডিপ্লোমা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩ বছর মেয়াদি
১০.	ডিপ্লোমা এগ্রিকালচার	৩ বছর মেয়াদি
১১.	ডিপ্লোমা টেক্সটাইল	৩ বছর মেয়াদি
১২.	ডিপ্লোমা সার্ভে	৩ বছর মেয়াদি
১৩.	সার্টিফিকেট সার্ভে ফাইনাল	২ বছর মেয়াদি
১৪.	সার্টিফিকেট আমিনশিপ	১ বছর মেয়াদি
১৫.	এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা)	২ বছর মেয়াদি
১৬.	ডিপ্লোমা কমার্স	২ বছর মেয়াদি
১৭.	এইচএসসি (ভোকেশনাল)	২ বছর মেয়াদি

১৮	এসএসসি (ভোকেশনাল)	২ বছর মেয়াদি
১৯.	জাতীয় দক্ষতা মান– ১	১ বছর মেয়াদি
২০.	জাতীয় দক্ষতা মান– ২	১ বছর মেয়াদি
২১.	জাতীয় দক্ষতামান বেসিক	৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি
২২.	সার্টিফিকেট ফুটওয়্যার মেকিং	১ বছর মেয়াদি
২৩.	সার্টিফিকেট লেদার ট্যানিং	১ বছর মেয়াদি
২৪.	সার্টিফিকেট সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স	১ বছর মেয়াদি
২৫.	ট্রেনিং বিজনেস টাইপিং	৬ মাস মেয়াদি
২৬.	বেসিক ট্রেড (মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য)	৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স কয় বছর মেয়াদি?
   ক. ২ বছর
   খ. ৩ বছর
   গ. ৪ বছর
   ঘ. ৫ বছর

২. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কত সালের সংসদীয় এ্যাক্ট অনুযায়ী ক্ষমতাপ্রাপ্ত?
   ক. ১৯৬৬ সালের
   খ. ১৯৬৭ সালের
   গ. ১৯৬৮ সালের
   ঘ. ১৯৬৯ সালের

৩. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত কোর্সের সংখ্যা কয়টি?
   ক. ২৩টি
   খ. ২৪টি
   গ. ২৫টি
   ঘ. ২৬টি

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার মূল প্রোগ্রামসমূহ প্রাথমিকভাবে কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত ও কী কী?
২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় কোন কোন বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ব্যাচেলর ডিগ্রি কোর্স রয়েছে?
৩. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কোন ধরনের সংস্থা?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রচলিত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রোগ্রামসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দিন।
২. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত যে কোন ১৫টি কোর্সের নাম মেয়াদসহ লিখুন।

পাঠ ৬.৪: কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মাধ্যমিক স্তরে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ধারা প্রবর্তনের পেছনে বেশকিছু যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এই শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কায়িক শ্রমের মর্যাদা অনুধাবন করে, দলগত কাজের নিয়ম শৃঙ্খলা শেখে এবং কর্মাভ্যাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। শিক্ষার্থী যদি কোন বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ নাও করে তবুও তার এ শিক্ষা মূল্যহীন হয়ে পড়েনা। তার অবসর, বিনোদন বা অন্য বৃত্তির সঙ্গে আত্মবিকাশে জীবনভর সহায়ক হয় (হালদার, ১৯৯৯)। তাছাড়া শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষম, স্বাবলম্বী এবং অর্থ উপার্জনক্ষম করে তোলা যাতে ইচ্ছে করলে কর্মক্ষেত্রে নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে (শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ১৯৭৪)। এই লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে; বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করেছে, কেননা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রান্তিক শিক্ষা। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যাতে বেকার না থেকে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্যই মূলত এই স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষার সামাজিক দিক থেকে অপচয় হ্রাস, বিশেষ করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী আকৃষ্ট না করতে পারাই বর্তমানে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের অসচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহও একটি বড় কারণ। শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহের পেছনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকাই প্রধান। এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যথেষ্ট অবহেলার চোখে দেখা হয়। মানুষের অসচেতনতা এবং ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এ শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বিগত কয়েক বছর ধরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী সংখ্যা যদিও ক্রমান্বয়ে বাড়ছে কিন্তু এই বৃদ্ধির হার অত্যন্ত ধীর এবং মোটেই আশাব্যাঞ্জক নয়। ইউনেস্কোর (২০১৩) এক জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ছিল ১১%। বর্তমানে সরকার শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের হার বাড়ানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করছে। তবে এ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্বলতাসমূহ যথাযথভাবে সুনির্দিষ্টকরণ এবং চাকুরিক্ষেত্রের সাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপযুক্ত সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা না করে উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা কার্যকর না হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

অপর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে এ শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক সুবিধা, শিক্ষণ-শিখন সামগ্রীর অভাব, অকার্যকর শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার কোর্সসমূহ কার্যকর হবার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়। সেন্টার অব পলিসি ডায়ালগের (২০১৬) এক গবেষনায় দেখা গিয়েছে যে, শহরাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের (২৪.৪%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের (৩১.১%) এ জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি বেশি হতে হয়। এ গবেষনায় এটাও দেখা গিয়েছে যে, শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই মেয়ে শিক্ষার্থীরা ছেলে শিক্ষার্থীদের তুলনায় এসকল ক্ষেত্রে অধিক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন কৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে গ্রামে কৃষি থেকে শুরু করে যান্ত্রিক নৌকা, যন্ত্রচালিত আখ মাড়াইয়ের মেশিন, রাইস মিল, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন, পাওয়ার লুম, যন্ত্রচালিত তাঁত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে। এগুলোর উন্নতি ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি (ওঈঞ)-র সংযোজন ঘটাতে হবে। দেশের প্রয়োজন ছাড়াও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই চাহিদা আরো বাড়বে। কাজেই দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি সম্ভব। অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরির কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ইস্যু ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সেগুলো বাস্তবায়নের যে কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হল–

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- দেশ ও বিদেশের চাহিদা বিবেচনায় রেখে সকল ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন স্তরের মানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগসৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের আয় বৃদ্ধি করা।

আর যে কৌশলে এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়িত হবে তা হচ্ছে–

বাস্তবায়নের কৌশল

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ওতথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।

২. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে ।

৩. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর যারা কোনো মূল ধারায় পড়বে না তারা ছয়মাসের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে জাতীয় দক্ষতামান- ১ জনশক্তি হিসেবে পরিচিত হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় নবম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণি সমাপ্ত করে একজন যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান– ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৪. অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর শিল্প-কারখানা এবং উপজেলা ও জেলাপর্যায়ে স্থাপিত সরকারি টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট বা বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে দেওয়া– ১, ২ ও ৪ বছরের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিয়েও যথাক্রমে জাতীয় দক্ষতামান– ২, ৩ ও ৪ অর্জন করতে পারবে।

৫. এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ন শিক্ষার্থীরা এবং জাতীয় দক্ষতামান-৪ এর সনদধারীরা ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য ডিপ্লোমা/বিজনেস ম্যানেজমেন্ট (একাদশ-দ্বাদশ)/ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স (একাদশ-দ্বাদশ)/সমমানের কোর্সে ভর্তি হতে পারবে। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রম থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৬. কারিগরি ডিপ্লোমা পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীকে যোগ্যতা যাচাই করে ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্নাতক পর্যায়ের উচ্চশিক্ষা কোর্সে (ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল, কৃষি ইত্যাদি) ভর্তির সুযোগ দেওয়া হবে।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে **১:১২**।

৮. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৯. **১৯৬২** সালের শিক্ষানবিশি আইনকে যুগোপযোগি করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।

১০. প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

১১. সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।

১২. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।

১৩. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরণের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

১৪. মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

১৫. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা হবে।

১৬. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হবে।

১৭. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ঘাটতি পূরণের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১৮. নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।

১৯. প্রকৌশল ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের ভৌত সুবিধাদিও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোর্সগুলো দুই শিফটে চালু করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত পাঠদান সময় মানসম্মত পর্যায়ে বজায় রেখে এ ব্যবস্থা করা হবে।

২০. বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন ও খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী ও বয়স্কদের স্থানোপযোগী বিভিন্ন ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করে তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হবে।

২১. যারা অষ্টম শ্রেণি বা মাধ্যমিক পর্যায়ের যে কোনো শ্রেণির পরবর্তী পর্যায়ে যে কোনো (আর্থিক, পারিপার্শ্বিক) কারণে পড়বে না তাদেরকে বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং তারা যাতে তাদের নির্বাচিত

কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাস্বরূপ উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। যুক্তিসঙ্গত স্বল্প সময়ের মধ্যে এরকম শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা হবে।

২২. বেসরকারি খাতে মানসম্পন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করা হবে এবং এমপিওভুক্তিতে অগ্রাধিকার প্রদান এবং যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জামসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

২৩. যে সকল দেশে আমাদের দেশের মানুষ কাজ করতে যায় সে সকল দেশের শ্রম বাজার বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অন্তভূর্ক্ত করা হবে এবং ঐ সকল দেশের ভাষার নূন্যতম জ্ঞান লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ।

২৪. দেশ-বিদেশের কর্মবাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সকল কারিকুলাম নিয়মিতভাবে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

২৫. ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ইউনেস্কোর (২০১৩) জরিপ অনুযায়ী ২০১০ সালে বিশ্বব্যাপি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার কত শতাংশ ছিল?
ক. ৮%
খ. ৯%
গ. ১০%
ঘ. ১১%

২. কোন বিষয়টি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করে?
ক. পর্যাপ্ত অর্থের অভাব
খ. অপর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো
গ. অদক্ষ প্রশিক্ষক
ঘ. প্রশিক্ষণার্থীদের অনীহা

৩. বর্তমানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারে অন্তরায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় কোনটি?
ক. যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী আকৃষ্ট না করতে পারা
খ. প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা
গ. ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা
ঘ. সামজিক গ্রহণযোগ্যতার অভাব

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ লিখুন।
২. চাকুরিক্ষেতের সাথে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংযোগ স্থাপন মূলত কী কারণে গুরুত্বপূর্ণ?
৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোর্সসমূহ কার্যকর হবার ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় কোনগুলো?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে যে কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো লিখুন।
২. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে আপনার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩টি সুপারিশ লিখুন এবং আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।